306

366

ঋতু-বিহার।

ভাঙ্গামোড়া নিবাসী

শ্রীঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

প্রণীত।

CALCUTTA.

PRINTED AT J. G. CHATTERJEA & CO'S PRESS.

115, AMHERST STREET.

1872.

ঋতু-বিহার।

বসন্ত।

স্বভাবতঃ হইয়ে উদয়,
স্বীয়কার্য্য শিশির সময়,
ক্রমে করি সমাধান, হইলেন অন্তর্দ্ধান,
বিধির বিধান সমুদয়।

বসন্তের জানি আগমন,
মহানন্দে হইয়ে মগন,
মৃদুল ভাবেতে অতি, দক্ষিণ হইতে গতি,
করিতেছে মলয় পবন।

উত্তর প্রদেশে হিমালয়,
শীতে ভীত হয়ে অতিশয়,
তাই বুঝি সমীরণ, দক্ষিণে মলয়ে রণ,
কিন্তু এবে শীতান্তে উদয়।

বোধ হয় বসন্ত রাজার,
দূত কার্য্যে লইয়াছে ভার,
তাই মৃদু মৃদুস্বরে, প্রজাবর্গ ঘরে ঘরে,
আগমন করিছে প্রচার।

অথবা প্রকৃতি প্রিয়সীরে,
বসন্ত সন্তোষ করিবারে,
পাঠান সৌগন্ধ ভার, অনুমতি ক্রমে তাঁর,
গন্ধবহ বহে ধীরে ধীরে।

কুহরিছে কোকিল কাননে,
শ্রবণ রঞ্জন মধু গানে,
বোধ হয় প্রিয় পাখী, বসন্ত আগত দেখি,
শাখি' পরে আনন্দিত মনে।

আসিতেছে বসন্ত রাজন্,
তাই বুঝি যত পিকগণ,
পুলকে পূর্ণিত কায়, মধুর সঙ্গীত গায়,
ফুকারিছে নকিব যেমন।

কেন কেন কোকিল এমন,
অঙ্গে ঢাকি পল্লব বসন,

বসিয়ে শাখাসদনে, মনঃ তুষ্টিকর গানে,
করিতেছে সুধা বরিষণ।

কুচ্ছিত ভাবিয়ে নিজকায়,
তাই বুঝি বসিয়ে শাখায়,
আছয়ে কোকিল পাখী, পল্লব মাঝারে ঢাকি,
লজ্জা হেতু অঙ্গনা দেখায়।

জানে নাই বুঝি পিকবর,
এজগতে গুণের আদর,
দেখিলে গুণরতন, সকলে করে যতন,
গুণহীন রূপে নাহি দর।

এইরূপে পেয়ে সমাচার,
আগমন বসন্ত রাজার,
স্বভাব সুন্দরি সতী, নিকটে জানিয়ে পতি,
বেশভূষা করে আপনার।

করেছেন বসন্ত প্রেরণ,
অনুচর মলয় পবন,
তাই আনন্দিত হয়ে, বুঝি দ্বিসন্ধ্যা লইয়ে,
সতী করে সুখ সম্ভাষণ।

প্রিয়জন যেজন যাহার,
অবিতৃপ্ত কথায় তাহার,
হয় তারা পরস্পর, সে কথা শুনিলে পর,
তবু ইচ্ছা শুনে বার বার।

জ্ঞান করে তাহারা দুজন,
অভিনব সে কথা শ্রবণ,
তাই তারা ইচ্ছা করে, বারম্বার শুনিবারে,
প্রিয়জন সম্বন্ধ বচন।

সমাচার দিল যদি মলয় পবন,
স্বভাবে সুসজ্জ তাই বন উপবন,
করি শব্দ মার মার, উদয় আসিয়ে মার,
একেশ্বর মহামার করিছে তখন,
তাই বুঝি শীত সৈন্য করে পলায়ন।

উত্তরের বায়ু ছিল শীতের সারথি,
ভঙ্গ দিল রণে দেখি রতিপতি রথী,
সারথি ফিরায় রথ, শীতসহজে বিরত,
হিমালয় আলয়ে করিল অবস্থিতি,
লজ্জা হেতু নির্জ্জন স্থানেতে বুঝি গতি।

কুসুমাস্ত্র সমুদিত দেখি-যে ভুবনে,
শাণিত শরের প্রায় কুসুম কাননে,
ক্রমে ক্রমে শোভা পায়, মলয় পবন তায়,
গন্ধ লয়ে সেই কথা কহে স্থানে স্থানে,
শীত যেন পলাইছে সে কথা শ্রবণে।

কমণীয় ভাবে অতি কানন নিকর,
কুসুম ভূষণে অতি হয়ে শোভা কর,
কতই সুখ প্রসবে, তাই বা ভাবুক সবে,
সেই ভাব দরশনে সুখিত অন্তর,
বসন্ত-ভ্রমণে রত হয় নিরন্তর।

ফুটেছে কাননে নাগ কেশর সকল,
ছুটেছে মধুপ, মধমক্ষিকার দল,
পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে, আসিয়ে ভ্রমণ করে,
লুব্ধভাবে মুগ্ধ হয়ে করি মদকল,
গলিয়ে পড়িছে তাহে রজ অনর্গল।

সে ভাব ভাবুক জনে করি দরশন,
ভাবিছে কন্দর্প বুঝি করেছে স্থাপন,
শাণিতে শর নিকর, তাই শাণ মনোহর,
ঘন ঘন শর বুঝি করিছে ঘর্ষণ,
পরাগ ছলেতে অগ্নিকণার পতন।

অথবা স্বভাব সতি পত্তির কারণ,
আতপত্র রূপে পুষ্প করেছে ধারণ,
যথা রজতের কাজে, মাণিক মাঝেতে সাজে
মনোহর সেই ভাব করি দরশন,
মোহিত হতেছে হেরি পান্থজন গণ।

রমণীয় ভাবে অতি রসাল লতিকা,
শোভিছে কানন মাঝে মুদিত মালিকা,
ভ্রমর দেখিয়ে কাছে, বুঝি ধনি নিবারিছে,
বায়ুভরে যেন শাখা সঞ্চালি বালিকা,
মধুপ যে সুখদাতা জানে কি কলিকা।

স্বভাব সুন্দরি সহ বসন্ত বিলাস,
করিবে বলিয়ে তাই ফুটেছে পলাশ,
দৃশ্য অতি মনোহর, কিন্তু অরণ্য ভিতর,
সৌরভ বিহীনে নাই গৌরব প্রকাশ,
ভ্রমে-ও ভ্রমর তাহে নাহি করে বাস।

কিংশুক কুসুম ভাব দেখিয়ে কাননে,
ধীমান্ ভাবুক জন ভাবে মনে মনে,
যেমন সুন্দর কায়, দূর হইতে শোভাপায়,
গুণহীন হয়ে অতি বসনে ভূষণে,
বাহ্য আড়ম্বরে সেই মত পুষ্পবনে।

অথবা আত্মভূ বুঝি ধরিয়াছে বাণ,
প্রফুল্ল পলাশ রূপ, অনল সমান,
যেন সেভাব দেখিয়ে, শীত অতিভীত হয়ে,
স্বভাব রাজ্যত্যজিয়ে করিছে প্রস্থান,
পরাজয় হয়েছে বলিয়ে ম্রিয়মান।

বিটপী বিপিন মাঝে পাইয়ে সময়,
নব কিশলয় সবে করেছে ধারণ,
বিদ্রুম মণ্ডিত দ্রুম শাখা সমুদয়,
মরি কিবা শোভা তাহে হয়েছে এখন।

মৃদু মৃদু বহিতেছে মলয় পবন,
ঈষৎ দুলিছে নব পল্লব তাহায়,
সেছলে স্বভাব যেন কর প্রসারণ
করিয়ে আহ্বান করে বসন্ত রাজায়।

ফুটেছে কুসুম, ফল ফলেছে কাননে,
বোধ হয় বসন্তের সন্তোষ কারণ,
স্বভাব সুন্দরী যেন অতি সযতনে,
নূতন পল্লব করে করেছে ধারণ।

ফল পুষ্প ভারে শাখা অবনত করি,
শাখিগণ শোভিতেছে সুন্দর কাননে,
পতি দেখি যেন সতী স্বভাব সুন্দরী,
নম্রমুখী হইয়াছে লজ্জার কারণে।

কানন লতিকা অতি কমনীয় ভাবে,
কত শোভাপায় নব কুসুম ভূষণে,
দরশনে সেভাবে ভাবুক জন ভাবে,
সেছলে স্বভাব বুঝি শোভিছে কাননে

নবীন পল্লব শাখা করিয়ে ধারণ,
ঈষৎ প্রফুল্ল নব লতিকা হয়েছে,
সেছলে প্রকৃতি করি পতি দরশন,
নবীনা ভাবেতে যেন মৃদু হাসিতেছে।

ফুটিয়াছে ফুল তাই মধুকণা তার,
লাগিয়াছে লতিকা অঙ্গেতে সমুদয়,
সেভাবে স্বভাব গলে যেন ফুলহার,
তাই মকরন্দ গন্ধ ব্যাপ্ত অঙ্গময়।

নাচিছে লতিকা বন বায়ুর চপলে,
স্বভাব বালিকা যেন পতি দরশনে,

পরম আহ্লাদে নৃত্য করে সেইছলে,
মনোহর শোভা তাই হয়েছে কাননে।

তরুরাজী মাঝে বন-লতিকা সকল,
নূতন পল্লবে শোভে পর্ণশালা প্রায়,
স্বভাব সুন্দরী যেন করি সেই ছল,
বসন্ত সহিত কেলি করিবে তাহায়।

জাতি যুথী মালতী কুসুম নানা জাতি,
বকুল প্রভৃতি ফুল ফুটেছে বিস্তর,
সৌরভে গৌরবান্বিত হয়ে দিবারাতি,
সুখ প্রসবিছে কত কানন-নিকর।

কোন বৃক্ষ নবীন পল্লবে শোভাপায়,
কোন বিটপীর শীরে মুকুল উদগত,
কার শিরে মঞ্জরী গুঞ্জরে অলিতায়,
ফুল ফল ভূষণে শোভিছে তরু কত।

যৌবন উদয়ে যথা হয়ে সুশোভিত,
মনোহারিণী মুরতি ধরে জীবগণ,
সেইমত বসন্ত হইয়ে সমুদিত,
সুসজ্জ করেছে কিবা বন উপবন।

বসন্ত প্রভাবে শোভা হয়েছে কেমন,
জ্ঞান হয় সুখময় যেন সর্ব্বস্থান,
মনোহর সেইভাব করি দরশন,
যুবাপ্রায় নেচে উঠে প্রাচীনের প্রাণ।

নাহি শীত গ্রীষ্ম বৃষ্টি তুষার প্রভৃতি,
তাই আনন্দেতে ক্রীড়া করে জীবগণ,
সুরভি বহন ভারে হয়ে মন্দগতি,
মধু বৃষ্টি করে তাহে মলয় পবন।

এইরূপে সমুদিত বসন্ত সময়,
মনোহর ভূষণে ভূষিত সমুদয়।
নিশীর মলিন ভাব শিশির সময়ে,
জানা যেত চন্দ্রতারা ভাব নিরখিয়ে।
হিমে ধূমে আচ্ছন্ন থাকিত নভোদেশ,
তারাগণ বোধ হতো খদ্যোৎ বিশেষ।
যে চন্দ্র আলোকে পুলকিত ত্রিভুবন,
তিনিও মলিন ভাতি দিতেন তখন।
এখন হয়েছে সেই নভঃ নিরমল,
বিমল কিরণে তাই হয়েছে উজ্জ্বল।

নিশিযোগে শশীর সুষমা অতিশয়,
সে মধুর ভাব হেরি মনোমুগ্ধ হয়।
বোধ হয় বিধু বুঝি হবে অনুচর,
বসন্ত দেখিয়ে তাই সন্তোষ অন্তর।
হেথা সুখ সখা কর করিয়ে ধারণ,
গ্রাম পল্লী নগরাদি বন উপবন।
বসন্ত আসিয়ে সাজায়েছে এ সকল,
তাই শশী সাজাইছে গগন মণ্ডল।
নীলবর্ণ নভঃস্থলে নক্ষত্র নিকর,
আহা মরি হইয়াছে কিবা শোভাকর।
বন্ধু দরশনে বুঝি করিয়া আমোদ,
শূন্য সরসি সলিলে ফুটেছে কুমুদ।
কনক কুসুম তাই উজ্জ্বল হয়েছে,
নিশি দরশনে বুঝি শশীকে ঘেরেছে।
সেভাব ভাবিয়ে মনে যেন সুধাকর,
সন্তোষ করেন সবে দিয়ে সুধাকর।
এইরূপ অপরূপ মোহিনী শোভায়,
শোভিত হয়েছে শশী নক্ষত্র সভায়।
বসন্ত প্রভাবে কুসুমিত সমুদয়,
তাই শশী শূন্য দেশে হইয়ে উদয়।
কনকের ফুলরাশি লইয়ে যতনে,
সুখে স্থাপিয়াছে বুঝি আকাশ কাননে।

স্বভাব সুন্দরী সতী যেন এই ছলে,
স্থাপন করেছে বুঝি নীলনভস্থলে।
বসন্ত সন্তোষ হেতু নিবারি আতপ,
চন্দ্রসহ তারাগণে করি চন্দ্রাতপ।
যথা নীল বস্ত্র সাজে হীরকের কাজে,
কনক কুণ্ডল যেন শোভিতেছে মাঝে।
এইরূপ অপরূপ স্বভাবের ভাব,
দেখিয়ে ভাবুক জনে ভাবে নানা ভাব
মনোহর হয় কিবা বসন্ত সময়,
শূন্য দেশ প্রভৃতি শোভিত সমুদয়।
রসময় ভাবের উদয় সর্ব্বস্থানে,
রসায় ঋষির মন সময়ের গুণে।
সুরস সময়ে সবে সরস হৃদয়,
নিরস তরুর দেখ নব কিশলয়।
কতরস প্রসবিছে কানন নিকর,
পুষ্পরসে বশীভূত যত মধুকর।
সুরস ফলের রস করি আস্বাদন,
পাখিরা সুস্বরে করে রস বরিষণ।
রসিক জনেতে রস অন্বেষণে ভাবে,
এমনি সময় রস থাকে দাস ভাবে।
ধারণ করিয়ে অবয়ব রসময়,
কতরস করে ত্যজি মলয় আলয়।

কাননে কুসুম রস করিয়ে হরণ,
রসে অভিষিক্ত করে আসিয়ে পবন।
কুসুমের মধুধন হরে চোর প্রায়,
জগতের যতজন তবু যশ গায়।
সকলের উপকার করিতে পবন,
সুরভি আনিছে খুজি বন উপবন।
সকলের সুখে সুখী সে জগত প্রাণ,
সংকল্প তুষিতে তাঁর জগতের প্রাণ।
এমন সুখের কাল আর নাহি হয়,
বসন্তে সন্তোষ তাই সবার হৃদয়।
পরম আনন্দনীরে করি সবে স্নান,
সুখ সহবাসে সুখী সকলের প্রাণ।

কিবা শোভা বসন্ত সময়,
সুখ সর্ব্বস্থানময়,
বাল্য বৃদ্ধ যুবা সবে আনন্দ হৃদয়।
শাখি শাখা পরে পাখিগণ,
হয়ে আনন্দে মগন,
আলাপিছে মৃদুতান শ্রবণ রঞ্জন।
মধুপানে মত্ত মধুকর,
হয়ে অরণ্য ভিতর,
গুণ গুণ রবে গান করে মনোহর।

একে ধরি প্রসূন ভূষণ,
আছে অতি সুশোভন,
সুরবে গৌরবান্বিত তাহাতে কানন।
স্বভাবের শোভা সমুদয়,
সেই সুখের সময়,
দেখিয়ে মধুর ভাব মনোমুগ্ধ হয়।
সময়ের কেমন প্রভাব,
মনে হয় আবির্ভাব,
কিজানি কেমন এক নূতন যে ভাব।
পেয়ে সেই সময় রতন,
জ্ঞান করে সর্ব্বজন,
সুখ যেন মূর্ত্তিমান করিছে ভ্রমণ।
তাই বুঝি জীব জন্তুগণ,
ভ্রমি বন উপবন,
সুখসহ সদা যেন করে আলাপন।
দেখ সেই সময়ের গুণে,
সুখী হয় সর্ব্বজনে,
পরস্পর প্রণয় বাসনা মনে মনে।
গেলে সেই প্রণয়ের পাশে,
বল ভয় কারে বাসে,
লজ্জারূপ নদী জলে আর কি সে ভাসে।

মিলে গেলে প্রণয় নাবিক,
বাড়ে আনন্দ অধিক,
সে সময়ে লক্ষ নাহি করে কোন দিক।
হলে সেই লজ্জানদী পার,
জ্ঞান নাহি থাকে আর,
কুপথে গমন রোধ কে করে তাহার।
তবে এক আছয়ে উপায়,
পার নাহি হয় তায়,
ধৈর্য্যরূপ ঝড় যদি তার দেখা পায়।
পটু যদি নাবিক প্রণয়,
তবু করে নয় ছয়,
সেই লজ্জাতরঙ্গিণী তরঙ্গ নিচয়।
ধীরশান্ত স্বভাব যেজন,
অতি হয়ে সযতন,
সে সময় সতর্কেতে করে সে যাপন।
নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদয়,
বটে উত্তেজিত হয়,
স্বীয় কর্ম্মে ব্যস্ত যদি পেয়ে সুসময়।
তবুবৈধ বিচার বিহিত,
করা জ্ঞানীর উচিত,
প্রবৃত্তির পরতন্ত্র বল কি এরীত।

যে প্রবৃত্তি প্রবল যখন,
হয় করে জ্ঞানিজন,
বুদ্ধি বৃত্তি দ্বারা ন্যায্য শাসন দমন।
তাই বলি হবে সাবধান,
ভাবি বিধির বিধান,
সেই হয় সতর্ক যে জানে সে সন্ধান।
কালের কুহকে ভুলে যেই,
আছে পূর্ব্বাপর এই,
বৈধাবৈধ বিচার করিতে নারে সেই।
তাই জ্ঞানি জ্ঞানরত্ন ধন,
যত্নে করি উপার্জ্জন,
সময়ে সময়ে করে সুখ সন্দর্শন।

ঋতু-বিহার।

গ্রীষ্ম।

স্বভাব সুন্দরী সনে, বসন্ত বিলাস বনে,
বিরাজেন সন্তোষ অন্তরে।
কিবা সুখ সে সময়, আনন্দ সর্ব্বত্র ময়,
নিরানন্দ ভাসে চক্ষুনীরে॥
প্রকৃতি স্বনিকেতন, বুঝি করিয়ে যতন,
সাজায়াছে পতির সেবায়।
তাই এমর্ত্ত্য ভুবন, আদি উপবন বন,
শোভাযুক্ত সর্ব্বত্র দেখায়॥
সুখে দিবস যামিনী, বুঝি স্বভাব কামিনী,
পতি সহ করেন বিলাস।
তাই সেই ব্যবহারে, চামর ব্যজন করে,
মৃদু মৃদু মলয় বাতাস॥
বুঝি সন্তোষিতে পতি, স্বভাব সুন্দরী সতী,
বিভূষিত কুসুম ভূষণে।
তাই সুরভি নিচয়, সৌগন্ধে প্রমোদময়,
করিয়াছে সমুদয় স্থানে॥

ফলেছে সুরস ফল, স্বভাব সতী সকল,
বুঝি পতি সেবার কারণ।
রাখিয়াছে যত্ন করে, পল্লব পাত্র মাঝারে,
যেন বিক্রমাধার শোভন॥
এইরূপ সুখ শোভিছে স্বভাব-কায়,
বসন্ত সন্তোষ জলে ভাসে;
থাকিতে না পারি আর, গ্রীষ্ম ঋতু অধিকার,
করিতে ত্বরিত অতি আসে।
জানি আপন সময়, ঘোষণা সর্ব্বত্র ময়,
করিলেন রোবাল ভাবেতে;
তাই যত অনুচর, আসি রাজার গোচর,
উপনীত হয় আজ্ঞামতে।
মলয়ের সমীরণ, উপস্থিত দেখি রণ,
গ্রীষ্মরাজ রক্তিম রাগেতে;
ভাবিয়ে রাজার বল, হইয়ে অতি প্রবল,
বেগে বহে দক্ষিণ হইতে।
যে রাজা যেমন হয়, অনুচর সমুদয়,
তাহারা তেমনি ভাবে থাকে;
বসন্তের অধিকারে, শান্তমূর্ত্তি সবাকারে,
জ্ঞান হতো সে আকার দেখে।
পূর্ব্বে এই গন্ধবহ, সুরভি ভার দুর্ব্বহ
বহন করিত মৃদু ভাবে;

এখন পেয়ে সময়, সেই তার সমুদয়,
তিরোভাব গ্রীষ্মের প্রভাবে।
মধ্যে মধ্যে দিন শেষে, প্রবল ভাবে বিশেষে,
মহামার করেন আসিয়ে;
করিতে শক্র শাসন, করি শব্দ শন্ শন্,
ভীষণ ঝটিকা প্রকাশিয়ে।
কোথা হতে আসে গিয়ে, মেঘ জাল উড়াইয়ে,
ধরি অতি বিশাল মূরতি;
এমনি আবার তায়, বেগেতে বহিয়া যায়,
রসাতলে ডুবায় বা ক্ষিতি।
ঘন ঘন ঘরষণ, হয় সদা ঘনগণ,
অনল নিঃসরে তাহা হতে;
সেই ভয়ঙ্কর শব্দ, শ্রবণে জীবন স্তব্ধ,
ভীত তাই বসন্ত রণেতে।
কত করে বজ্রপাত, করিতে শক্র নিপাত,
অতিশয় উৎপাত করিয়ে;
বোধ হয় বাণ বৃষ্টি, ছলে করে শিলাবৃষ্টি,
সৃষ্টিনাশ ইচ্ছা প্রকাশিয়ে।
সেই ভাব দেখে শুনে, বসন্ত বিরস মনে,
রণে বুঝি হইয়ে বিজয়;
যান তাই দেশান্তরে, অতি দুখিত অন্তরে,
স্বভাব ত্যজিয়ে মহাশয়।

যাঁহারা শান্ত স্বভাব, এরূপ ভীষণ ভাব,
না পারেন কদাচ সহিতে ;
গ্রীষ্মের গৌরব রয়, বসন্তের পরাজয়,
বোধ হয় হইল জগতে।

বসন্ত সহিত যদি গ্রীষ্ম ঋতুবর
সমর করেন পেয়ে স্বীয় অধিকার,
তাই তার প্রভাব দেখিয়ে প্রভাকর
খরতর করজাল করেন বিস্তার,
সম্মুখ সমরে মত্ত দেখি ঋতুরাজে ;
তাই বুঝি সূর্য্য এল সমরের সাজে।

রণ বেশ তাই রাগে লোহিত বরণ,
প্রহরণ সম ধরি কিরণ বিশাল,
সমুদিত রবি বুঝি সমর কারণ,
বসন্ত পলায় তাই ভাবিয়ে ভয়াল,
ভয়ঙ্কর দিনকর কর দরশনে ;
ভাবিছে ভাবুকচয় কত ভাব মনে।

রণরসে রোষান্বিত রবি মহাশয়,
তাই বুঝি আসিয়ে করেন মহামার ;

অনল সমান তীক্ষ্ণ দিধীতি নিচয়,
বেগবান বাণ প্রায় করিয়ে বিস্তার ;
সে ভাব দেখিয়ে এই হয় অনুভব ;
ভয়ে বুঝি বসন্ত হয়েছে পরাভব ।

সমর তরঙ্গে রঙ্গে নিমগ্ন হইয়া
সতত শাণিত শর প্রায় যে কিরণ,
জল স্থল সমুদয় আচ্ছন্ন করিয়া
শত্রুর শাসনে যেন করেছে স্থাপন
কার সাধ্য পর্য্যটন করে সে সময় ;
প্রতপ্ত পাবক প্রায় পদবী নিচয় ।

একেত রোষাল ভাবে রবি করে রণ,
ভয়ঙ্কর কর রাশি বিস্তার করিয়ে ;
আবার সাহায্য তাহে করে সমীরণ,
আসিয়ে সমরে ভীম ভাব প্রকাশিয়ে ;
অরিকে করিতে জয় অগ্নিলয়ে করে ;
ঘন ঘন শর যেন বরিষণ করে ।

যথা দিনকর কর খরতর বাণ,
আচ্ছাদন কারণেতে নিবারণ পায় ;
হাসিয়ে আসিয়ে যেন পবন প্রধান,

একা মহামার করে পশিয়ে তথায়,
আপনি জগৎপ্রাণ জিগীষা আশয়ে;
যান যেন যথা তথা যাতনা জ্বালিয়ে।

এইরূপে মহারণ করেন দুজন,
গ্রীষ্ম ঋতু অধিপের অনুমতি লয়ে;
সেভাব দেখিয়ে বুঝি যতজীবগণ,
সর্ব্বদা ঘর্ম্মাক্ত দেহ যেন ভয় পেয়ে;
সেই ভয়ে ঘরের বাহির নাহি হয়;
যতক্ষণ ভানুর ভীষণ কর রয়।

বোধ হয় দিবা ভাগ যুদ্ধ করিবার
সময় করেছে স্থির গ্রীষ্ম ঋতুবর;
তাই বুঝি বশ হয়ে দিবস তাহার,
ধারণ করেছে ভয়ঙ্কর কলেবর;
জ্ঞান হয় সেইমান করি অনুমান;
দিনে দিনে বৃদ্ধি তাই পায় দিন মান।

দক্ষিণের বায়ু আর যদি সে তপন,
বিপক্ষ হইয়ে তারা পক্ষপাত করি
শত্রু পক্ষে সহায়তা করিল দুজন;
বসন্ত বিরসে তাই হলো দেশান্তরি,

স্বভাব সুন্দরি আশা ত্যজিয়ে তখন;
একাকী প্রস্থান করে বসন্ত রাজন।

গ্রীষ্ম ঋতু ভাব দেখি হইয়ে বিস্ময়
রে
বুঝি প্রাণীগণ,
ভয়েতে লুকায়, স্বেদাক্ত সবার কায়,
পুনঃ পুনঃ পয়ঃ পানে
অসুস্থ জীবন।

তপন প্রতাপ দেখি তাপিত হইয়ে
রে
কৃষক নিচয়,
আসিত রঙ্গিণী তীরে, ক্লান্তি দূর করিবারে,
পানি পাতি পান করে
প্রবাহের পয়।

শশিকর সম স্নিগ্ধ ছায়ায় তখন
রে
যত পান্থ জন,
বসিয়ে বটের মূলে, বিশ্রাম লভে সকলে,
পরিত্যাগ করি তারা
পথ পর্য্যটন।

ভয়ে যেন শব্দহীন স্তব্ধ সমুদয়
রে
মেদিনী মণ্ডল,
কেবল আহ্বান করে, ডাকি নব জলধরে,
চাতক কাতরে বলে
দেজল দেজল।

সবে বলে স্থিরয় যদি বৃষ্টি হয়
রে
এভীম সময়,
ভয়ঙ্কর ভানুকর, শুকাইল সরোবর,
জল বিনা জল জন্তু
বিকল হৃদয়।

নবীন পল্লব ম্লান শাখিশাখা শিরে
রে
খরতর করে,
বসন্তের স্বষ্ট হয়, তাই নব কিশলয়,
লয় যেন ক্রোধে গ্রীষ্ম
ঋতুরাজ করে।

প্রান্তরে তটিনী তীরে দিনকর করে
রে
বালুকা নিচয়,

যেন বহ্নিময় বাণ, কার সাধ্য পদদান,
করে তাই পর্য্যটন
ত্যজে পান্থচয়।
কেনা জানে মদগর্ব্বে গর্ব্বিত তাঁহারা
রে
যাঁরা রাজপ্রিয়,
যেন স্বীয় অধিকার, ভাবে মনে এ প্রকার,
সবে তিরস্কার করে
সদত অপ্রিয়।
অনুভব হয় এই এভাব দেখিয়ে
রে
বুঝি গ্রীষ্ম রায়,
স্থাপিয়াছে শরজাল, বালুকা ছলে বিশাল,
বিজয় হইয়ে তাই
বসন্ত পলায়।

মহানন্দে গ্রীষ্ম ঋতুরাজ,
স্বভাব সুন্দরী সহ সুখেতে করে বিরাজ;
করে যুদ্ধ ঘোরতর, বসন্তেরে দেশান্তর,
করি সন্তোষ অন্তর, ধরি মনোহর সাজ।

যুদ্ধ হেতু গ্রীষ্ম ঋতুবর,
করেছেন দিবা অতি ঘোরতর ভয়ঙ্কর ;
গিয়েছে অস্ত তপন, রণরঙ্গ সমাপন
করেছে, শোভা এখন হইয়াছে মনোহর।

ভয়ঙ্কর দিবস যেমন,
সেই পরিমাণে মনোহারিণী নিশা তেমন ;
দিয়ে স্নিগ্ধকর রাশি, সুশীতল করে শশী,
আনন্দ সলিলে ভাসি, সকলে সন্তোষ হন।

দিবা ভাগে সূর্য্যের সহায়ে,
সমীর সমর সাজে পশিত যেন আসিয়ে,
এখন পেয়ে সময়, সুরভী সর্ব্বত্র ময়,
বিস্তার করিয়ে রয় মৃদুভাব প্রকাশিয়ে।

সুচতুর হয় সেই জন,
যখন যেমন দেখে হয় তখনি তেমন ;
পূর্ব্বে করি ঘোর রঙ্গ, সাধি সমর তরঙ্গ,
এখন শশির সঙ্গ সুশীতল সমীরণ।

অথবা গ্রীষ্মের আজ্ঞাবহ,
সৌগন্ধ বহন তাই করিতেছে গন্ধবহ;

দিনে পেয়ে অনুমতি, ছিল রণ রঙ্গে মাতি,
এখন যেই ঋতুপতি, স্বভাব সুন্দরী সহ।

কিম্বা ভাবিয়ে জগত প্রাণ,
স্বনাম সাধন হেতু তাই মৃদু মৃদু যান,
যে ভাবে হকু দিবসে, ছিল যেন রণ বেশে,
বুঝি সময় বিশেষে, তোষে জগতেরি প্রাণ।

একে সুধাকরের কিরণ,
তাতে শৈত্য সৌগন্ধ মান্দ্য ভাবে বহে পবন ;
মরি কিবা সুসময়, সন্তোষ সর্ব্বত্র ময়,
তাই প্রাণী সমুদয়, সুখেতে করে যাপন।

সুধাংশুর সুধাময় করে,
সরসী-শিরসি বসে হাসে সন্তোষ অন্তরে
কত কুমুদ নিচয়, দেখিয়ে কৌমুদী ময়,
সাজায়েছে জলাশয় যেন স্বীয় কররিরে।

চারুচন্দ্র দেখি নভো দেশে,
চকোর নিকর সুধা আশে আসে আসে পাশে ;
হেরি অংশু সমুদয়, অংশ তাই করে লয়,
পিয়ে আনন্দ হৃদয় সন্তোষ সলিলে ভাসে।

কোন কোন নিশিতে আবার,
দিবসের মত আসি গ্রীষ্ম করে মহামার ;
ভয়ঙ্কর সমুদয়, কার সাধ্য গৃহে রয়,
বায়ু এম্নি মৃদুবয় আছে কিনা বুঝা ভার।

এ ভাব করিয়ে দরশন,
বোধ হয় উষ্মাযুক্ত হইয়ে গ্রীষ্ম রাজন্ ;
যেন প্রতি ঘরে ঘরে, শত্রু অন্বেষণ করে,
বায়ু বা মৃদু সঞ্চারে করিছে মৃদু গমন।

গ্রীষ্মকালে মনোহর প্রভাত সময় ;
স্বভাবের শোভা হেরি মন মুগ্ধ হয়।
ঈষৎ স্ফুটিত কম কমল কানন ;
সুরভী বহন ভারে মন্থর পবন।
অন্যান্য কুসুম গন্ধ মিশায়ে তাহায় ;
দিক আমোদিত করি মৃদু মৃদু যায়।
প্রাণীগণ সুখে করি সে বায়ু সেবন ;
দিবস নিশির গ্রীষ্ম হয় বিস্মরণ।
পাখিগণ ক্রমে ক্রমে ত্যজিয়ে কুলায় ;
শাখায় বসিয়ে সবে সুললিত গায়।
সুধাসম স্বরে পরিপূর্ণ বনস্থলী ;
মধু প্রায় মিশিতেছে কোকিল কাকলী।

স্থূল সূক্ষ্ম কত মত সুরস নিস্বন ;
সে রব শ্রবণে হয় পুলক জীবন।
যেই দিকে দৃষ্টিপাত হয় সে সময় ;
স্বভাবের পরমা সুষমা বোধ হয়।
পক্ষিরব ছলে যেন বাক্য সুমধুর ;
নিশ্বাস বহিছে যেন মলয় মেদুর।
কুসুম ভূষণ যেন অঙ্গে সমুদায় ;
নীলবর্ণ নভোস্থল যেন কেশ তায়।
এইরূপ অপরূপ শোভা দরশনে ;
সুশীতল হয় প্রাণ প্রভাত ভ্রমণে।

সমাপ্ত।

ঋতু-বিহার।

বর্ষা।

গ্রীষ্মঋতু ভাব দেখি উদ্যাযুক্ত হয়ে বর্ষা
করি আগমন,
ধরি সমরের বেশ, আসিয়া হলো প্রবেশ,
এমর্ত্য ভুবন,
অগ্রে আপন বিষয়, দেখে যত জলাশয়,
প্রায় জল শূন্য ছিন্ন ভিন্ন সমুদয়,
জল বিনে ব্যাকুলিত জলজন্তু চয়।

যে সকল সরসী মনোহর সাজে সাজিত,
রাজীব রাজীতে,
কম কুমুদিনী কুল, অন্যান্য জলজ ফুল,
মাঝেতে মাঝেতে।
সে চারুতা নাহি আর, জল বিনে ডাঁটা সার,
মৃণাল পড়েছে হেলে শতদল ভরে,
ফুটেছে পঙ্কজ যেন পঙ্কের উপরে।

পূর্ব্বে জলাশয় অতিশয় শোভায় শোভিত,
ছিল যে সকল,
সুস্থ হতো পান্থ জন, করি সেই দরশন,
নীর নিরমল,
মৃদু-তরঙ্গ হিল্লোলে, জলজন্তু করি কোলে,
ঢল ঢল দুলে জল ভুলাত নয়ন,
সে রূপ মোহিনী শোভা আছে কি এখন।

নিদাঘের নির্দ্দয়তা নয়নে তখন দেখি,
জ্বলে ক্রোধানলে,
বিপক্ষের অনুচর, সমুদিত দিনকর,
গগন মণ্ডলে,
প্রথমেতে তাই শূন্য, করিলেন সমাচ্ছন্ন ;
ঘন ঘন ঘন ঘটা করিয়ে স্থাপন,
সমরে প্রবৃত্ত যেন প্রাবৃট রাজন।

নিবিড় নীরদ কুল, নিয়ত আছয়ে প্রায়
নভো দেশ ঘেরি,
রণে বুঝি ব্যূহভাবে, ভাবুক জমেছে ভাবে,
সেই ভাব হেরি,
তাহার ভৈরব রব, শ্রবণে সকে নীরব ;
সমর সাজেতে যেন করে সিংহনাদ,
গ্রীষ্ম তাই পলায় ভাবিয়ে পরমাদ।

ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা করিছে খেলা গগনে
জলদের কোলে,
সমরের উপাদান, যেন জ্বলদগ্নি বাণ,
নীল নভস্থলে,
ঘোর রণ রঙ্গে রত, তাই বুঝি অবিরত,
বৃষ্টির ছলেতে যেন বাণ বৃষ্টি করে,
পলাইছে গ্রীষ্ম তাই সভয় অন্তরে।

গ্রীষ্মের সহায় সূর্য্য ছিলেন আপনি কিন্তু
সময়ের গুণে,
সাহায্য করিতে আর, নাহিক শকতি তাঁর,
বিপক্ষের রণে,
পূর্ব্বে খরকর জাল, বিস্তৃত করি বিশাল ;
রোষাল ভাবেতে সদা ছিলেন প্রবল,
এখন সমর ভয়ে বুঝি হীন বল।

বেগে যে বহিত বায়ু দক্ষিণ হইতে সদা,
শন শন রবে,
এখন সেভাব তাঁর, নাহি দেখা যায় আর,
সময় প্রভাবে,
অরি-নিকরে দেখিয়ে, বুঝি সভয় অন্তরে,
বিপক্ষ পক্ষেতে হলো সমরে সহায়,
একাকী ভাবিয়ে গ্রীষ্ম তাই বা পলায়।

প্রাবৃটের প্রধান সহায় সমীরণ রণে
আসিয়ে আপনি,
তাই পূর্ব্বদিক হতে, বেগে যায় সমরেতে ;
লয়ে কাদম্বিনী,
করিয়ে ভীষণ রঙ্গ ; বাদায় রণ তরঙ্গ,
মূষলের ধারে বারি বরিষণ করে,
গ্রীষ্ম তাই প্রস্থান করিছে স্থানান্তরে ।

জলধর দল দেখি গগনে,
শিখরী শেখরে শিখি-নিকর,
শিখিনীর সহ সরস মনে,
নাচিতেছে অতি সুমনোহর,
ভাবের এমনি প্রভাব হয়,
ভাবে ভাবে নিকটেতে উদয় ।

প্রণয়ে বাধিত যেখানে আছে,
এইরূপ ভাব দেখি সেখানে,
দূরে থেকে তারা ভাবয়ে কাছে,
উভয়েতে সেই প্রণয়ী জনে,
যথা দিনকর থাকে আকাশে,
কমলিনী জলে আমোদে ভাসে ।

নিশাকর কর দেয় গগনে,
কুমুদ প্রমোদে প্রকাশ হয়,
কত দূর দেখ ভাবিয়ে মনে,
কি জানি কেমন আছে প্রণয়,
এমনি তাহারা ভাবের বশ,
উদয়ে মোহিত অস্তে বিরস।

নাচিছে ময়ূরী ময়ূরগণ;
আহামরি কিবা সুষমা পায়,
সে ভাব দেখিয়ে ভাবুক জন,
কত শত ভাব ভাবিছে তায়,
নানারঙ্গে যত হয়েছে আলা,
গিরিগলে যেন চাঁদের মালা।

এক চাঁদে করি শিরোভূষণ,
গগন গরবে মগন হয়,
শত শত চাঁদে করি সাজন,
গিরিরাজ আজ গৌরবে রয়,
তাই বুঝি গিরি তুলেছে মাতা,
গগনে কহিতে চাঁদের কথা।

এ চাঁদের শোভা দেখি নয়নে,
শরমে মগন গগন চাঁদ,

তাই বুঝি তিনি বিরস মনে,
সশঙ্কে ধরেছে শশাঙ্ক বাদ,
একস্থানে দেখি চাঁদের রাশি,
তাই বুঝি মেঘে লুকায় শশী।

অধোদেশে শিখী পাখীর খেলা,
গগনে সঘনে ঘন মাঝারে,
ক্ষণে ক্ষণে প্রভা দেয় চপলা,
আহা মরি তায় কি শোভা করে,
এভাব দেখিয়ে ভাবুকচয়,
ভাবের ভাবেতে মগন হয়।

সেভাবেতে যেন স্বভাব বালা,
হরিষে বরষা রাজার কাছে,
সুখ সম্ভাষণে করিছে খেলা,
কাদম্বিনী ছলে বেণী শোভিছে,
মাঝে মাঝে দেয় বিদ্যুৎ দেখা,
সীমন্তেতে যেন সিন্দুর রেখা।

সীমন্তে সিন্দুর তড়িৎ যদি,
জলদেতে কেন জড়িত নহে,
ভাবুকের মনে ভাব জলধি,
ভাবের প্রভাব তরঙ্গ বহে,

বরষার জলে বুঝি কামিনী,
ভিজে বলে শুষ্ক করিছে বেণী,
আছে আছে মাঝে যায় না দেখা,
কেশ পাশে যেন পড়িছে ঢাকা।

প্রাবৃট প্রবল অতিশয়,
গ্রীষ্ম তাই হইয়ে বিস্ময়,
থাকিতে না পারি আর, ত্যজিরাজ্য অধিকার,
প্রস্থান করেন মহাশয়।

অরুস্ক নিকরে করি জয়,
সাধি অতি সমর দুর্জ্জয়,
প্রাবৃট প্রমোদমনে, প্রকৃতি যুবতিসনে,
বিরাজেন আনন্দ হৃদয়।

জলে পূর্ণ যত জলাশয়,
দরশনে শোভা অতিশয়,
বোধ হয় স্বীয় কাজ, সাধিতে বরষারাজ;
সাজায়েছে আপন আলয়।

মহানন্দে তরঙ্গিণী-কুল,
মনোহর করি কুল কুল,

আসি সাগর তরঙ্গে ; মিশিছে পরম রঙ্গে,
পরিপূর্ণ করি দুই কূল।

সাধিবারে ভাবী মনোরথ,
তাই বুঝি চলে অবিরত,
নাহি জ্ঞান দিবা নিশি, পতি পাশে যেন আসি,
প্রেম আশে হতেছে মিলিত।

আসিতেছে তরঙ্গিণীগণ,
তাই বুঝি আনন্দে মগন,
হইয়ে তরঙ্গ ছলে, বারিধি বাড়ায়ে জলে,
করে করে প্রেম আলিঙ্গন।

সাগরের সলিল নিকর,
নীলবর্ণ অতি শোভাকর,
তাহাতে আবার নীর, মিশিতেছে তটিনীর,
আসি অতি পরম সুন্দর।

আহা মরি কিবা মনোহর,
এক দেহে যেন হরিহর,
শোভিতেছে সেই ভাবে, ভাবুক জনেতে ভাবে,
নয়নের অতি প্রীতিকর।

বরষার দেখিয়ে বৈভব,
গ্রীষ্ম তাই হয় পরাভব,
তিন ভাগ আছে নীর, এক ভাগ মেদিনীর,
মৃত্তিকা করিয়ে অনুভব।

জলধি প্রভৃতি জলাশয়,
বরষার বুঝি এ বিষয়,
তাই গ্রীষ্ম পেয়ে ভয়, গিয়ে পার নাহি হয়,
লুকায়ে পৃথিবী মাঝে রয়।

যদি যেত সাগরের পারে,
তবে কি আসিতে আশু পারে,
রণে হয়ে পরাজয়, পলায় পাইয়ে ভয়,
যায় বটে আসে কিন্তু ফিরে।

প্রাবৃট পাইলে অবকাশ,
অগ্নি যেন হয়েছে প্রকাশ,
ক্রোধেতে দ্বিগুণ হয়ে, আগুণ জ্বালে আসিয়ে,
পূর্ব্বমত করে সর্ব্বনাশ।

সেইরূপ দিয়ে খর কর,
দগ্ধ প্রায় করে দিনকর,

সেই মত সমুদয়, যেন গ্রীষ্ম সমুদয়,
হইলেন জগত ভিতর।

কিন্তু তায় প্রাবৃট প্রবল,
প্রকাশিতে নাহি পারে বল,
কোথা হতে ঘনগণ, আসিয়ে ঘেরি গগন,
ঘন ঘন বরিষয়ে জল।

নিদাঘের প্রতি অতি হইয়ে নির্দ্দয়,
বরষা করিছে বেগে বরষণ জল।
তাই বুঝি পৃথিবীর আনন্দ হৃদয়,
উত্তপ্তা আছিল পূর্ব্বে হয়েছে শীতল।

কত শস্য শোভিতেছে অঙ্গে সমুদায়,
ভূষণ করিয়ে যেন করেছে ধারণ।
আহা মরি মনোলোভা কিবা শোভা তায়,
কামদুঘা সম ধরা হয়েছে এখন।

কোন্ স্থান হরিৎ বরণে সুশোভিত,
কোন স্থানে অরণ্য শ্যামল শোভা পায়।
কোন স্থানে কুসুম কানন বিকসিত,
সিত রক্ত নীল পীত প্রভৃতি তাহায়।

এ ভাবে স্বভাব যেন মনোহর হার,
গাঁথিয়ে পরেছে গলে করিয়ে যতন।
তাই অপরূপ শোভা হয়েছে তাঁহার,
দরশনে মুগ্ধ হয় ভাবুকের মন।

অথবা নিদাঘ রাজ বরষার বলে,
পরাজয় হইয়াছে করি ঘোর রণ।
তাই বা প্রকৃতি পুষ্প বিকাশের ছলে,
উপহাস করিতেছে প্রকাশি দশন।

সময় পাইয়ে সুখে কৃষক নিচয়,
বীজ লয়ে করিতেছে বপন রোপন।
নেত্র পুলকিত হেরে ক্ষেত্র সমুদয়,
হরিৎ আকারে শোভা ধরেছে কেমন।

তৃণরাজী বিরাজিত বরষার জলে,
স্থলে স্থলে শোভা পায় অতুল চারুতা।
গো, মেষ, মহিষ, ছাগ চরে পালে পালে,
সুখ সেব্য সেবি সবে ভ্রমে যথা তথা।

জলে পূর্ণ হইয়াছে যত জলাশয়,
নদী খাল পুষ্করিণী প্রভৃতি সকল।

জলযান আরোহণে নাবিক নিচয়,
ব্যবসায় সুবিস্তার করিছে কেবল।

নদী তীরে গ্রাম পল্লী নগরাদি যত,
শোভা পাইতেছে মনোহর সুষমায়।
তত্র শস্য দান করে ক্ষেত্র অবিরত,
বাণিজ্য কারণে দ্রব্য সুলভ তথায়।

বরষা সময়ে মনোলোভা বিশেষতঃ,
শোভা পায় তটিনীর তীরে যত গ্রাম।
বাণিজ্য বশতঃ দ্রব্য আসে যায় কত,
ক্ষেত্র রাজী দরশনে চিত্ত প্রীতিপান।

কি সুদৃশ্য শস্য-রাজী মাঝেতে গৌরবে,
শোভা পায় তটিনীর নীর মনোহর।
বালি শয্যা মাঝে জল কলকল রবে,
সুতরঙ্গ মালা খেলা করে নিরন্তর।

এ কূল ও কূল কভু পরিপূর্ণ করে,
ভাসায়ে বালুকা রাশি বেগে যায় জল।
প্রবল প্রবাহ ধরি ভীষণ আকারে,
প্লাবিত প্রান্তর ক্ষেত্র করিয়া সফল।

বরি বরিষারে শোভিতেছে আজ,
স্বভাব বালা,
যেন কত ফুলে করিয়াছে সাজ,
গাঁথিয়া মালা,
যথা শশী আসে, নিশী সুখে ভাসে ;
দেখিয়া আলা।

কমলিনী যেন সখিসাথে লয়ে,
কুমুদিনীরে,
হাসিতেছে বসি সুখের আলয়ে,
বিমল নীরে,
মক্ষিকার সহ, পিয়ে অহ রহ,
মধু ভ্রমরে।

রাজীব রাজীতে সাজিতেছে অতি,
সরসি কুল,
শিরোদেশ যেন ভূষিয়াছে সতি,
শোভা অতুল,
যথা বালা সাজে, কবরীর মাঝে,
বেড়িয়া ফুল।

কেলি করে জলে জলচরগণ,
পরম শোভা,
সরসী রূপসী হাসিতেছে যেন,
মানস লোভা,
যথা মধুমাসে, মধুকরে এসে,
কানন শোভা।

ফুটেছে কদম্ব কুসুম কাননে,
শোভা কি মরি,
ভাবুকেতে ভাবে এরূপে বা কেনে,
আছে শিহরি,
বুঝি জলজিনী, রূপে তারে জিনি—
আছে সুন্দরী।

কিম্বা ছিল সাধ রব কুচছলে,
স্বভাব হ্নদে,
সেভাব নাশিছে কোরক কমলে,
সরসী হ্নদে,
থর থর থরি, তাইবা শিহরি,
সরমে কাঁদে।

কেতকিনী কুল অতি কুতুকিনী,
কানন মাঝে,
বিকসিতা সিত পরাগ ব্যাপিনী,
সুরত সাজে,
তাই অলি গিয়ে, রজ মাখি গায়ে,
পলাই লাজে।

বুঝি ফুল ধনু কুসুম নিকরে,
ভিজিলে ভুজ,
তখনি যাইয়ে কেতকি কান্তারে,
মাখয়ে রজ,
যথা স্বিন্ন করে, ধূলি যুক্ত করে,
অস্ত্রী সমাজ।

জলজ স্থলজ ধন পরিমল,
ফুল ভবনে,
লুটি প্রভঞ্জন স্বভাব চঞ্চল,
চলে যতনে,
সুরভি বিস্তারি, আমোদিত করি,
মৃদু গমনে।

সমাপ্ত।